



কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ শিলচর, শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ৭ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ www.krctimes/bangla
ISSUE-13 24th October 2026 Saturday KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩

SUBSCRIBE
₹300 / year

WhatsApp payment details : 8721838313
info@krctimes.org

সোনাই নদীতে ডুবে মৃত্যু গৃহবধূর, শোকের ছায়া চেকারচামে

ধলাই : সোনাই নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হল পূর্ব ধলাইয়ের চেকারচাম এলাকার ৪৬ বছর বয়সি গৃহবধূ অঞ্জু বর্মনের। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ তাঁর দেহ উদ্ধার করে উদ্ধারকারী দল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা নাগাদ গরু আনতে নদীর তীরে গিয়েছিলেন অঞ্জু। বাড়ি না ফেরায় খোঁজখুঁজি শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। নদীর ধারে তাঁর চিহ্ন দেখতে পেয়ে তল্লাশি শুরু হয়। পরে এসডিআরএফ উদ্ধার অভিযানে নামে। শনিবার পুলিশ মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। মৃত্যুর স্বামী দীর্ঘদিন ধরে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। কয়েক বছর আগে তাঁদের সাত বছরের সন্তানেরও নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়েছিল। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মিজোরামে এ বছর ১০০ জন নিয়মিত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা

আইজল : মিজোরামের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং শিক্ষার্থীদের শিখন-দক্ষতার উন্নতির লক্ষ্যে চলতি বছরে ১০০ জন নিয়মিত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। ২৩ অক্টোবর মিজোরামের শিক্ষামন্ত্রী ভানলালখলানা এই ঘোষণা করেন। আইজলে মিজোরাম প্রাইমারি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন SMPTA-এর সাধারণ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান, পারফরম্যান্স থ্রেডিং ইনডেক্সে জাতীয় স্তরে মিজোরামের স্থান ৩১তম। শিক্ষার্থীদের শিখন-ফলাফল এখনও রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী জানান, শিক্ষার্থীরা কেবল পাঠ মুখস্থ করছে কিনা, তা নয়; বরং বিভিন্ন বিষয় কতটা বুঝতে পারছে, তা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সরকার প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলির জন্য ‘স্ট্যান্ডার্ডাইজড অ্যাসেসমেন্ট ফর এলিমেন্টারি স্কুলস’ SSAESV চালু করেছে। তিনি আরও বলেন, মিজোরাম বোর্ড অব স্কুল এডুকেশন

SMBSEV ২০২৮ সালের আগে পাঁচ বছরের বেশি চাকরির মেয়াদ বাকি রয়েছে এমন কর্মরত শিক্ষকদের মিজোরাম টিচার এলিজিবিটি টেস্ট SMTET-এ বসার সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছে। এ ছাড়া, কর্মরত শিক্ষকদের জন্য মূল্যায়ন-সংক্রান্ত শর্ত শিথিল করা এবং বছরে দু’বার MTET পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়টিও সরকার বিবেচনা করছে। ভানলালখলানা বলেন, আমরা এমন উপায় খুঁজছি, যাতে প্রত্যেকেই শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ পান।

তিনি আরও জানান, সরকার ইতিমধ্যে ৬৭১ জন শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে এবং চলতি বছরে ১০০ জন নিয়মিত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে কাজ করছে।

এদিকে, MPTA-র সম্মেলনে রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিন্দি ভাষা চালু করা এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সরবরাহের দাবিতে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

অসমে ছয়টি দফতরে ৫,৭৩৪টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু ১ ফেব্রুয়ারি থেকে, ঘোষণা হিমন্তুর

গুয়াহাটি : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ২৪ অক্টোবর ঘোষণা করেছেন যে রাজ্যের ছয়টি দফতরে মোট ৫,৭৩৪টি শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে শুরু হবে। এই নিয়োগের জন্য চাকরিপ্রার্থীদের প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি পোস্টের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার আওতায় থাকবে অসম পুলিশ, বন বিভাগ, হোম গার্ডস, অসম পুলিশ রেডিও অর্গানাইজেশন (এপিআরও), অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা এবং কারা বিভাগ।

দফতরভিত্তিক শূন্যপদের মধ্যে সর্বাধিক ২, ২৩৬টি পদ রয়েছে অসম পুলিশে। এরপর বন বিভাগে ১,৩০৭টি এবং হোম গার্ডস বিভাগে ৮২৭টি



পদ রয়েছে। অসম পুলিশ রেডিও অর্গানাইজেশনে ৬৮৪টি, অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা বিভাগে ৪৮৯টি এবং কারা বিভাগে ১৯১টি পদে নিয়োগ করা হবে।

নিয়োগের সময়সূচি ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ চাকরিপ্রার্থীদের আগামী তিন মাস যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। এক্স-এ নিজের পোস্টে তিনি লেখেন, আর

চাকরির সুযোগ আসছে! ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে আমরা ছয়টি দফতরে ৫,৭০০টিরও বেশি পদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু করব। আমার তরুণ বন্ধুদের হাতে প্রস্তুতির জন্য পুরো তিন মাস সময় রয়েছে। ৫,৭৩৪ জনের মধ্যে একজন হিসেবে নির্বাচিত হতে নিজেদের সেরাটা দাও।

এই ঘোষণায় রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে, বিশেষত পুলিশ ও অন্যান্য ইউনিফর্মধারী পরিষেবা যোগ দিতে ইচ্ছুকদের মধ্যে, ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি, যোগ্যতার শর্ত, বয়সসীমা, আবেদন পদ্ধতি এবং পরীক্ষার সময়সূচি এখনও প্রকাশ করা হয়নি। বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রার্থীদের সরকারি বিজ্ঞপ্তির অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।

২০৯ আসনে লড়বে বিজেপি, জোটের জল্পনা উড়িয়ে দাবি সুকান্তর

কলকাতা : পুরভোটে এনসিপিআইয়ের সঙ্গে জোটের জল্পনা নস্যাৎ করে ২০৯টি আসনেই বিজেপি পদ্য প্রতীকে লড়বে বলে জানালেন দলের কলকাতার ইনচার্জ সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, পুরভোটে প্রার্থী হতে ড্রপবক্সে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ সময় ২৬ অক্টোবর বিকেল ৫টা। সুকান্তর বক্তব্য, প্রার্থী বাছাইয়ে অগ্রাধিকার পাবেন বিজেপির কার্যকর্তা ও কর্মীরা। পাশাপাশি সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং দলের দুর্দিনে পাশে থাকা নেতাদেরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রার্থীর ভাবমূর্তিও বিবেচনা করবে দল। জেলা ও রাজ্যস্তরের নেতা, বিধায়ক ও সাংসদদের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত হবে প্রার্থীতালিকা। প্রতি ওয়ার্ডে অন্তত ১০ জন করে প্রার্থী হওয়ার আবেদন জমা পড়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তৃণমূলের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা ও প্রার্থী তালিকায় অন্য দলের নেতাদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে সুকান্ত বলেন, রাজনীতিতে সম্ভাবনা রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে তাঁর চ্যালেঞ্জ, আগে নিজের বুথে জিতে দেখান।



এক বছরেও অসমাপ্ত ‘জুবিন ক্ষেত্র’, প্রশ্ন গৌরব গগৈয়ের

তদন্ত ও সরকারের ভূমিকা নিয়ে সরব কংগ্রেস সভাপতি

সোনাপুর : জুবিন গগৈর মৃত্যু মামলায় ন্যায়বিচারের অগ্রগতি কোথায়, সেই প্রশ্ন তুলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারকে আক্রমণ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা গৌরব গগৈ। শুক্রবার সোনাপুরে নির্মীয়মাণ ‘জুবিন ক্ষেত্র’ পরিদর্শনে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, তদন্ত নিয়ে সরকারের আশ্বাস সত্ত্বেও বিচারপ্রক্রিয়ায় প্রত্যাশিত অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়।

গগৈয়ের প্রশ্ন, এক বছর পরেও জুবিনের স্মৃতিক্ষেত্রের নির্মাণকাজ অসম্পূর্ণ কেন? তদন্তে সংগৃহীত প্রমাণ আদালতে যথাযথভাবে পেশ করা

হয়েছে কি না, তা নিয়েও তিনি সরকারের কাছে জবাব চেয়েছেন। তাঁর এই বক্তব্য রাজনৈতিক অভিযোগ; এ বিষয়ে আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

এদিকে, মামলায় গৌহাটি হাইকোর্টের দেওয়া সন্দীপন গর্গ ও অমৃতপ্রভা মহন্তের জামিনের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা জানিয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি)। জামিন অবশ্য অভিযোগ থেকে অব্যাহতি নয়। তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ ও ‘জুবিন ক্ষেত্র’-এর নির্মাণকাজ নিয়ে এখন নজর সরকারের দিকে।

ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে হাফলংয়ে বিক্ষোভ জেলা কংগ্রেসের

হাফলং : ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ তুলে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতার দাবিতে শনিবার হাফলংয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস। দলের দেশব্যাপী ‘সেভ ভোট, সেভ কান্দি’ (ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও) কর্মসূচির আওতায় এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়।

রাজীব ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা স্লোগান দেন এবং প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করে ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার বিষয়ে নিজেদের



উদ্বেগ তুলে ধরেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে কংগ্রেস সমস্ত যোগ্য নাগরিকের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রাখা, ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বজায় রাখার দাবি জানায়। দলের বক্তব্য, ভোটার তালিকায় কথিত অনিয়ম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে।



ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি:

শুষ্কের চাপ নয়, পারস্পরিক স্বার্থই হোক সম্পর্কের ভিত্তি

কৃষি, জ্বালানি ও শুষ্ক নিয়ে মতপার্থক্য মিটিয়ে সমঝোতায় পৌঁছানো জরুরি। তবে চুক্তির শর্ত যেন ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ, কৃষকদের জীবিকা এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনকে দুর্বল না করে।

বিশ্ব রাজনীতিতে স্থায়ী মিত্রতার চেয়ে পারস্পরিক স্বার্থের গুরুত্ব অনেক সময় বেশি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, আমেরিকা-ইরান সংঘাত এবং আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের অনিশ্চয়তার মধ্যে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি তাই নিছক শুষ্ক হ্রাসের বিষয় নয়। এই সমঝোতা দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি কৌশলগত সহযোগিতার ভবিষ্যৎও নির্ধারণ করতে পারে। আলোচনায় অগ্রগতির ইঙ্গিত আশাব্যঞ্জক হলেও চুক্তির শর্ত কতটা ভারসাম্যপূর্ণ, সেটিই হবে আসল বিচার।

বাণিজ্য ঘাটতি কমানো এবং বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর যুক্তিতে আমেরিকা বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর শুষ্ক চাপিয়ে নিজের অবস্থান শক্তিশালী করতে চেয়েছে। কিন্তু শুষ্কযুদ্ধের প্রভাব সব দেশের উপর সমানভাবে পড়ে না। উন্নয়নশীল অর্থনীতির পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী চাপ সামলানো কঠিন। ভারতের উচিত এই পরিস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজা, তবে একতরফা চাপের মুখে অযৌক্তিক ছাড় দেওয়া নয়।

দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিসর যথেষ্ট বিস্তৃত। পণ্য আমদানি-রফতানির পাশাপাশি প্রতিরক্ষা, উন্নত প্রযুক্তি, বিনিয়োগ এবং জ্বালানি সহযোগিতাও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে শুষ্ক নিয়ে বিরোধ দীর্ঘায়িত হলে উভয় দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমেরিকার প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য অংশীদার ও নতুন বাজার; ভারতের প্রয়োজন প্রযুক্তি, বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে আরও বেশি প্রবেশাধিকার। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে সমঝোতার ভিত্তি করা উচিত।

জ্বালানির প্রশ্নে ভারতের অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়া থেকে তেল আমদানির ক্ষেত্রে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, সরবরাহের ধারাবাহিকতা এবং আমদানির ব্যয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমেরিকা চাইতে পারে ভারত আরও বেশি মার্কিন তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস কিনুক। কিন্তু কোনও বাণিজ্য চুক্তিই ভারতকে নির্দিষ্ট সরবরাহকারীর উপর নির্ভরশীল করে তুলতে পারে না। জ্বালানির উৎস বহুমুখী রাখাই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের জন্য জরুরি।

সবচেয়ে সংবেদনশীল বিষয়গুলির একটি কৃষি। আমেরিকার কৃষিপণ্যের জন্য ভারতীয় বাজার আরও উন্মুক্ত হলে প্রতিযোগিতা বাড়তে পারে। কিন্তু ভারতের কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। উৎপাদন ব্যয়, সরকারি সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে দুই দেশের বাস্তবতা ভিন্ন। তাই যথাযথ সুরক্ষা ছাড়া কৃষিবাজার খুলে দিলে কৃষকদের জীবিকা ও গ্রামীণ অর্থনীতি চাপে পড়তে পারে। কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তি, উৎপাদনশীলতা ও বাজারের সুযোগ বাড়ানোর ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

চুক্তিতে শুষ্ক হ্রাসের স্পষ্ট সময়সীমা, সংবেদনশীল কৃষিপণ্যের সুরক্ষা, স্বচ্ছ বাজারনীতি এবং বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর কাঠামো থাকা জরুরি। ভারতীয় রফতানিকারকেরা উল্লেখযোগ্য সুবিধা না পেলে বড় ধরনের ছাড়ের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। একই সঙ্গে বাণিজ্যনীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন, যাতে বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে পারেন।

অতএব, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিকে জাতীয় মর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত না করে বাস্তববাদী কূটনীতির মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। অংশীদারত্বের অর্থ সব বিষয়ে একমত হওয়া নয়; বরং মতপার্থক্য সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে নেওয়া। চুক্তির সাফল্য শুধু স্বাক্ষরের গতি বা ঘোষণার প্রতিশ্রুতিতে নয়, বরং ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ ভোক্তাদের বাস্তব সুবিধায় মাপতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের ভিত্তি হোক পারস্পরিক লাভ, ন্যায্যতা ও আস্থা; একতরফা চাপ নয়।

ইজরায়েলের ভোট কি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবেন নেতানিয়াহু?

সন্তোষ মিত্র

৭ অক্টোবরের হামলা, গাজা যুদ্ধ এবং নিরাপত্তা ব্যর্থতার দায় নিয়ে প্রশ্নের মুখে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ২৭ অক্টোবরের নির্বাচন তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের পাশাপাশি ইজরায়েলের নিরাপত্তানীতি, যুদ্ধের গতিপথ এবং আঞ্চলিক কূটনীতির ভবিষ্যৎও নির্ধারণ করতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত সরকার গঠনের চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে ১২০ আসনের পার্লামেন্টে জোটের অঙ্ক।**

ইজরায়েলের আসন্ন পার্লামেন্ট নির্বাচন দেশটির রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ তৈরি করেছে। আগামী ২৭ অক্টোবরের ভোট শুধু প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন ‘বিবি’ নেতানিয়াহুর ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই নয়, বরং ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর দেশের নিরাপত্তাব্যবস্থা, সরকারের দায়বদ্ধতা এবং যুদ্ধনীতির প্রতি জনসমর্থনেরও পরীক্ষা। দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে ইজরায়েলের নিরাপত্তার প্রধান রক্ষক হিসেবে তুলে ধরা নেতানিয়াহুর সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, ভোটদারদের আস্থা পুনরুদ্ধার করা। তবে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণে জনমতের পাশাপাশি সংসদীয় সমীকরণও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের আকস্মিক হামলায় প্রায় ১,২০০ ইজরায়েলি নিহত হন এবং প্রায় ২৫০ জনকে গণবন্দি করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। দেশের সীমান্ত সুরক্ষা, গোয়েন্দা তথ্যের মূল্যায়ন এবং সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই ঘটনা গুরুতর ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তার প্রশ্নে কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত নেতানিয়াহুর নেতৃত্ব সেই সময় থেকেই সমালোচনার মুখে।

হামলার পর তাঁর সরকার গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। হামাসকে ধ্বংস করা এবং গণবন্দিদের ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে যুদ্ধ চালানো হলেও তার মানবিক মূল্য অত্যন্ত বেশি। গাজায় বিপুল প্রাণহানি, পরিকাঠামোর ধ্বংস এবং খাদ্য, জল ও চিকিৎসার সংকট আন্তর্জাতিক উদ্বেগ বাড়িয়েছে। একই সঙ্গে গণবন্দিদের মুক্তি, যুদ্ধের অবসান এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে ইজরায়েলের অভ্যন্তরেও মতপার্থক্য তীব্র হয়েছে।

নেতানিয়াহুর সমর্থকেরা যুক্তি দেন, ইজরায়েলকে ঘিরে বহুমুখী নিরাপত্তা-হুমকির মোকাবিলায় কঠোর নেতৃত্ব প্রয়োজন। কিন্তু বিরোধীদের প্রশ্ন, যে সরকারের আমলে এত বড় নিরাপত্তা বিপর্যয় ঘটেছিল, সেই সরকারই কি ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সবচেয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ? নির্বাচনে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজবেন ভোটদারদের একটি বড় অংশ।

৭ অক্টোবরের হামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত নির্বাচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠতে পারে। কীভাবে হামাস এত বড় আক্রমণের পরিকল্পনা করল, গোয়েন্দা তথ্যের সম্ভাব্য সতর্কবার্তা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল কি না এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে কোনও ত্রুটি ছিল কি না; এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে।

বিরোধী দলগুলির একাংশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রীয় তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য, অতীতের ব্যর্থতার দায় নির্ধারণ না করলে ভবিষ্যতে একই ধরনের বিপর্যয় প্রতিরোধ করা কঠিন হবে। নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি রাজনৈতিক দায় স্বীকারের পরিবর্তে নিরাপত্তা ও সামরিক পরিস্থিতির যুক্তি সামনে রেখে নিজের অবস্থান রক্ষার চেষ্টা করছেন।

এই বিতর্ক তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ নিরাপত্তা শুধু সামরিক শক্তি বা প্রতিরক্ষা বাজেটের বিষয় নয়; কার্যকর গোয়েন্দা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক জবাবদিহি এবং সমরোপযোগী সিদ্ধান্তও তার অপরিহার্য অংশ। ভোটদাররা যদি মনে করেন, সরকারের ব্যর্থতার যথাযথ পর্যালোচনা হয়নি, তবে তা ক্ষমতাসীন শিবিরের জন্য বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে। নেতানিয়াহুবিরোধী রাজনীতিতে প্রাক্তন সেনাপ্রধান গাদি

আইজেনকটের মতো নেতাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক অভিজ্ঞতা, নিরাপত্তা বিষয়ে পরিচিতি এবং সরকারের যুদ্ধনীতি নিয়ে সমালোচনার কারণে তিনি বিরোধী শিবিরে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেয়েছেন। ৭ অক্টোবরের হামলা নিয়ে তদন্ত, সেনাবাহিনীতে দায়িত্বের ন্যায্য বণ্টন এবং দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তানীতি তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তবে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে জনঅসন্তোষ থাকলেই বিরোধীরা ক্ষমতায় আসবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। ইজরায়েলের রাজনীতিতে বিরোধী দলগুলির মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। নিরাপত্তা, ধর্মীয় নীতি, প্যালেস্টাইন প্রশ্ন এবং সরকার গঠনের শর্ত নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। এই বিভাজন কাটিয়ে একটি কার্যকর বিকল্প জোট তৈরি করাই বিরোধীদের প্রধান চ্যালেঞ্জ। নেতানিয়াহুর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং জোট পরিচালনার দক্ষতাও তাঁর পক্ষে কাজ করতে পারে। বিরোধী শিবিরের জনপ্রিয়তা বাড়লেও তারা যদি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারে, তবে ক্ষমতাসীন শিবিরের সরকার গঠনের সুযোগ থেকেই যাবে। ইজরায়েলের সংসদ নেসেটে মোট আসন ১২০টি। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন অন্তত ৬১ জন সদস্যের সমর্থন। ফলে নির্বাচনে কোনও দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার পরিস্থিতিতে ছোট দলগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

নেতানিয়াহুর দল বেশি আসন পেলেও প্রয়োজনীয় সমর্থন না পেলে তাঁকে জোটসঙ্গীদের সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে। অন্যদিকে, বিরোধীরা সম্মিলিতভাবে বেশি আসন পেলেও তাদের মধ্যে সরকার গঠনের বিষয়ে ঐকমত্য থাকা জরুরি। কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, কোন দল কোন মন্ত্রক পাবে এবং নিরাপত্তা ও ধর্মীয় নীতিতে কী অবস্থান নেওয়া হবে; এসব প্রশ্নে মতপার্থক্য জোট গঠনের প্রক্রিয়াকে জটিল করতে পারে। ইজরায়েলের রাজনৈতিক ইতিহাসে জোট সরকারের গুরুত্ব নতুন নয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ, সামরিক পরিষেবা, ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির বিশেষ সুবিধা এবং নিরাপত্তা ব্যর্থতার তদন্ত নিয়ে বিতর্ক আরও তীব্র। তাই নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরও সরকার গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সময় লাগতে পারে।

ইজরায়েলের নির্বাচনী রাজনীতি থেকে পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তর সংঘাতকে আলাদা করা সম্ভব নয়। গাজা ছাড়াও লেবানন, ইরান, সিরিয়া এবং ইয়েমেনকে ঘিরে নিরাপত্তা পরিস্থিতি ইজরায়েলের নীতিনির্ধারণকে প্রভাবিত করেছে। নেতানিয়াহুর সমর্থকেরা এই আঞ্চলিক হুমকিগুলিকে সামনে রেখে সামরিক শক্তি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলবেন। বিরোধীরা পাল্টা যুক্তি দিতে পারেন, শুধু সামরিক অভিযান দিয়ে স্থায়ী নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব নয়; তার জন্য কূটনীতি, রাজনৈতিক সমাধান এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রয়োজন।

গাজায় যুদ্ধের মানবিক মূল্য এবং আন্তর্জাতিক মহলে ইজরায়েলের ভাবমূর্তি নিয়েও ভোটদারদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত দেশের অর্থনীতি, সেনাবাহিনীর উপর চাপ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে নির্বাচনের ফল শুধু বর্তমান সরকারের মূল্যায়ন নয়, ভবিষ্যতে ইজরায়েল কোন পথে এগোবে, তারও ইঙ্গিত দেবে।

আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কও এই সমীকরণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইজরায়েলের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের সহযোগিতা দীর্ঘদিনের। কিন্তু আঞ্চলিক সংঘাতের বিস্তার, ইরানকে ঘিরে সামরিক উত্তেজনা এবং গাজায় মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক চাপ দুই দেশের নীতিনির্ধারণকদের সামনে জটিল প্রশ্ন তৈরি করেছে। নতুন সরকার গঠিত হলে এই সম্পর্কের মূল কাঠামো বজায় থাকলেও যুদ্ধ ও কূটনীতি নিয়ে অগ্রাধিকারে পরিবর্তন আসতে পারে। ইজরায়েলের নির্বাচনের দিকে ভারতেরও নজর থাকবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, কৃষি, জল ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা বেড়েছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় অবদানের স্বীকৃতি, 'অসম বৈভব' পাচ্ছেন হর্ষ ভট্টাচার্য

অসম সৌরভ চার বিশিষ্টকে, অসম গৌরবের তালিকায় ১২ ব্যক্তি ও সংস্থা

গুয়াহাটি : স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে অসমের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'অসম বৈভব' পাচ্ছেন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব নেত্রালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ও সভাপতি চিকিৎসক হর্ষ ভট্টাচার্য। ২০২৫ সালের অসম বৈভব, অসম সৌরভ ও অসম গৌরব পুরস্কারের জন্য মোট ১৭ জন ব্যক্তি ও সংস্থাকে বেছে নিয়েছে রাজ্য সরকার।

স্বাস্থ্য পরিষেবা, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ, খেলাধুলা, কৃষি, সংস্কৃতি ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তাঁদের এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার লোকসেবা ভবনে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর পুরস্কারপ্রাপকদের নাম ঘোষণা

করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, গত বছর পুরস্কারগুলি দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই ২০২৫ সালের পুরস্কারপ্রাপকদের নাম এ বার ঘোষণা করা হয়েছে।

চলতি বছরের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হবে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে। অন্যদিকে, ২০২৬ সালের পুরস্কারপ্রাপকদের নাম আগামী এক মাসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে এবং তাঁদের সম্মান জানানো হবে ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে।



রাজ্যের স্বাস্থ্য পবি ক ১৮ ১৮ মো, বিশেষত চক্ষু চিকিৎসার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য হর্ষ ভট্টাচার্যকে অসম বৈভবের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

অসম সৌরভ পাচ্ছেন চার বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁরা হলেন বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ ডা. কুশল কোয়ার শর্মা, শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষক নুরুদ্দিন আহমেদ, সঙ্গীতশিল্পী পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাড়গিলা সংরক্ষকমী ডা. পুর্ণিমা দেবী বর্মন। অসম গৌরবের তালিকায় রয়েছে ১২ ব্যক্তি ও সংস্থা। তাঁদের

মধ্যে রয়েছেন ফুটবলার হলিচরণ নারজারি, দৃষ্টিহীন ক্রিকেটার সীমু দাস, দাবার গ্র্যান্ডমাস্টার ময়ং চক্রবর্তী, কৃষি উদ্যোগপতি হরকান্ত বসুমতারি ও জিতেন সরংফাংসা এবং 'লাখপতি বাইদেউ' তনুমায়া সোনার বিশ্বকর্মা। এ ছাড়া পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ, পর্যটন, গ্রামীণ উদ্যোগ ও কৃষি উন্নয়নে যুক্ত ব্যক্তি এবং সংস্থাকেও সম্মানিত করা হচ্ছে।

পুরস্কারপ্রাপকদের বাছাইয়ের জন্য গঠিত মন্ত্রিসভার উপকমিটিতে ছিলেন কেশব মহন্ত, অজন্তা নেওগ, রণোজ পেগু ও জয়ন্ত মল্লবরুয়া। স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, পরিবেশ, ক্রীড়া ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়াই এই সম্মানের মূল লক্ষ্য।

ত্রিপুরার যুবককে জাতিবিদ্বেষমূলক আক্রমণের অভিযোগ: অভিযুক্তের চ্যানেল বন্ধের দাবি প্রদ্যোৎ দেববর্মার

নয়াদিল্লি : ত্রিপুরার যুবক লেসেনজিত রিয়াংকে একটি ভিডিওতে জাতিবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করার অভিযোগে আমির শোকিনকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির একটি আদালত। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর পরিচয় শনাক্তকরণ এবং মামলায় জড়িত অন্যদের গ্রেফতারের সুবিধার্থে আমদাবাদে নিয়ে যাওয়া হবে বলে আদালতের কার্যক্রম সূত্রে জানা গেছে। টিপরা মোথা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোৎ বিক্রম মানিক্য দেববর্মা অভিযুক্তের গ্রেফতারকে স্বাগত জানালেও আরও কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। তাঁর মতে, কারও অঞ্চল, নিজের রাজ্য, শারীরিক গঠন বা সম্প্রদায়ের পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই ঘটনা দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত।

প্রদ্যোৎ বলেন, গ্রেফতার ও কারাবাসই যথেষ্ট নয়। অনলাইনে ভিডিও অর্থ উপার্জনের জন্য যাঁরা এ ধরনের ভিডিও তৈরি করেন, তাঁদের চ্যানেলও বন্ধ করা উচিত। তিনি জানান, দিল্লিতে ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরামের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। ত্রিপুরার আনন্দবাজারের বাসিন্দা লেসেনজিত রিয়াং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে, রিয়াং জানান, অভিযুক্ত শোকিনের সঙ্গে তাঁর আগে কোনও পরিচয় ছিল না। অভিযুক্ত নিজেকে তাঁর এক বন্ধুর বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন।

এই ঘটনা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের বিরুদ্ধে কথিত জাতিবিদ্বেষমূলক আচরণ ও হরানির বিষয়টি আবারও সামনে এনেছে।

২৩টি দেশ পেরিয়ে মণিপুরে ফিরল দুই আমুর ফ্যালকন বিজ্ঞানীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ অপাং ও আলাংয়ের প্রত্যাবর্তন

ইম্ফল : দীর্ঘ পরিযায়ী যাত্রায় এশিয়া ও আফ্রিকার ২৩টি দেশ পেরিয়ে মণিপুরে ফিরেছে উপগ্রহ-চিহ্নিত দুই আমুর ফ্যালকন; পুরুষ পাখি অপাং ও স্ত্রী পাখি আলাং। বৃহস্পতিবার তামেংলং জেলার পরিচিত বিশ্রামস্থলে পৌঁছয় তারা। প্রায় এক বছর ধরে উপগ্রহের মাধ্যমে তাদের গতিবিধি অনুসরণ করে পরিযায়ী পাখিদের যাত্রাপথ, বিশ্রামের স্থান এবং দীর্ঘ উড়ানের ঝুঁকি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন বিজ্ঞানীরা। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব শুক্রবার এই খবর জানান। ওয়াশিংটন ডি.সি.তে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়ান (ডব্লিউআইআই) বিজ্ঞানী সুরেশ কুমারও দুই পাখির প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

২০২৫ সালের ১১ নভেম্বর তামেংলংয়ের চিউলুয়ান গ্রামে ডব্লিউআইআই ও বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে তিনটি আমুর ফ্যালকনের শরীরে উপগ্রহ-সংকেত প্রেরক যন্ত্র বসানো হয়েছিল। অপাং ও আলাংয়ের পাশাপাশি আছ নামে একটি স্ত্রী পাখির গতিবিধিও অনুসরণ করা হচ্ছিল। তবে আফ্রিকার সোমালিয়ায় যাওয়ার পথে আছর সঙ্গে গবেষকদের



যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যাদবের মতে, আফ্রিকার উদ্দেশ্যে পরবর্তী যাত্রা শুরুর আগে অপাং ও আলাং তামেংলংয়ে আরও দুই থেকে তিন সপ্তাহ থাকতে পারে। এই সময়ে উইপোকা খেয়ে দীর্ঘ উড়ানের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করবে তারা। এরপর সোমালিয়ার দিকে প্রায় ৬,০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে আরব সাগরের উপর দিয়ে প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার উড়তে হতে পারে। আমুর ফ্যালকন সাধারণত দক্ষিণ আফ্রিকায় শীত কাটায়। বছরে তাদের যাতায়াতের মোট দূরত্ব প্রায় ২০,০০০ কিলোমিটার বলে অনুমান করা হয়।

চার দিনে দু'টি অজ্ঞাতপরিচয় দেহ উদ্ধার ডিমা হাসাওয়ে, তদন্তে পুলিশ

হাফলং : চার দিনের মধ্যে অসমের ডিমা হাসাও জেলায় দু'টি অজ্ঞাতপরিচয় দেহ উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। শুক্রবার মাইবং থানার অন্তর্গত গিডিংপুর গ্রামের কাছে জঙ্গল থেকে এক ব্যক্তির আধপচা দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে খুনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। তবে মৃতের পরিচয় এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি।



পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর প্রায় দেড়টা নাগাদ কয়েকজন গ্রামবাসী জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে দেহটি দেখতে পান। দেহটি আধপচা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁরা পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে মাইবং থানার একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সঙ্গে ছিলেন মাইবংয়ের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাহুল কলিতা এবং ডিমা হাসাওয়ের পুলিশ সুপার রিপুঞ্জয় কাকতি। পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ডিফু মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্ত ও অন্যান্য পরীক্ষার মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পাশাপাশি মৃতের পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

পুলিশের সন্দেহ, ঘটনাটি খুনের হতে পারে। তবে কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, দেহটি কত দিন ধরে জঙ্গলে পড়েছিল কিংবা ঘটনার সঙ্গে কারও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তকারীরা সব দিক খতিয়ে দেখছেন।

শুক্রবারের উদ্ধারের মাত্র তিন দিন আগে, ২০ অক্টোবর, দিয়ুং নদী থেকেও এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছিল। নিউ হাফলং রেলস্টেশনের কাছে একটি রেলসেতুর সংলগ্ন এলাকা থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়। সেই ব্যক্তির পরিচয়ও এখনও জানা যায়নি।

অল্প সময়ের ব্যবধানে একই জেলায় দু'টি অজ্ঞাতপরিচয় দেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। তবে দুটি ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, সে বিষয়ে পুলিশ এখনও কিছু জানায়নি।

দুই মৃতের পরিচয় শনাক্ত করা এবং মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ এখন তদন্তকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুক্রবার উদ্ধার হওয়া দেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকেও নজর রয়েছে পুলিশের।

বন্ধ ও বিক্ষোভের সময় পুলিশের গাড়ি আটকানো থেকে বিরত থাকার

আবেদন গেকু পুলিশের

গেকু : প্রস্তাবিত সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট-এর বিরুদ্ধে অব্যাহত বিরোধিতার মধ্যেই অরুণাচল প্রদেশের আপার সিয়াং জেলার গেকু পুলিশ বন্ধ, মিছিল ও বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের গাড়ি চলাচলে বাধা না দেওয়ার জন্য প্রতিবাদকারীদের কাছে আবেদন জানিয়েছে। প্রস্তাবিত বাঁধ নিয়ে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা পুলিশের দায়িত্ব বলে জানানো হয়েছে।

'গেকু পুলিশ ও গেকুর জনগণের পক্ষ থেকে একটি মর্মস্পর্শী আবেদন' শীর্ষক এক বিবৃতিতে গেকু পুলিশ আউটপোস্টের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সাব-ইনস্পেক্টর নাগোম মিথকি বলেন, SUMP-সংক্রান্ত বিক্ষোভের সময় পুলিশের গাড়ি চলাচলে প্রায়ই বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

মিথকি স্পষ্ট করে জানান, গেকু পুলিশ গেকু, কাতান ও কমকার এলাকার মানুষের সেবায় নিয়োজিত। তাঁদের দায়িত্ব প্রস্তাবিত SUMP বা বাঁধ প্রকল্পের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শান্তি বজায় রাখা, অশান্তি প্রতিরোধ করা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব।

তিনি আরও জানান, গেকু পুলিশ আউটপোস্টের আওতাধীন এলাকায় কোনও আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা বা অপরাধের ঘটনা ঘটলে স্থানীয় পুলিশকর্মীদের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হয়। অন্য এলাকা থেকে আসা পুলিশ দল তাদের দায়িত্ব শেষ করে ফিরে গেলেও স্থানীয় পুলিশকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। মিথকি প্রতিবাদকারীদের কাছে আবেদন জানান, প্রকল্পবিরোধী বন্ধ, মিছিল বা বিক্ষোভের সময় কর্তব্যস্থলে যাতায়াতের পথে গেকু পুলিশের গাড়ি যেন আটকানো না হয়।

বিবৃতিতে স্থানীয় মানুষের জমির প্রতি আবেগ এবং প্রস্তাবিত প্রকল্প নিয়ে তাঁদের উদ্বেগের কথাও স্বীকার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা স্থানীয় জনগণের আশঙ্কা বোঝে এবং তাকে সম্মান করে।

মিথকি জোর দিয়ে বলেন, পুলিশকর্মীরা জনসেবক এবং বাঁধ প্রকল্প নিয়ে তাঁদের কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। তাঁর আবেদন শুধুমাত্র গেকু পুলিশের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করার জন্য।

উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত ১১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রজেক্টকে কেন্দ্র করে এলাকায় প্রতিবাদ চলছে।

ছাত্র বিক্ষোভে উত্তপ্ত জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ



নয়াদিল্লি : ছাত্র সংসদ পুনর্বহালের দাবিতে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। শনিবার বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের সংঘর্ষের জেরে ক্যাম্পাসে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ে অফলাইন পঠনপাঠন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অনলাইনে ক্লাস চলবে বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ পুনর্বহালের দাবিতে বেশ কয়েক দিন ধরেই আন্দোলন চালাচ্ছেন পড়ুয়াদের একাংশ। বিক্ষোভকারীরা ক্যাম্পাসে অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অনশনেও বসেছিলেন। শনিবার সকালে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁবুগুলি সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মাহতাব আলম রিজভির অভিযোগ, শনিবার ক্যাম্পাসে কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি ও ইমরান মাসুদের উপস্থিতি পড়ুয়াদের আন্দোলনে প্রভাব ফেলেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের উসকে দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। এই

ঘটনায় দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানান রেজিস্ট্রার।

আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি, ২০০৬ সালে ক্যাম্পাসে হিংসার ঘটনার পর বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাত্র সংসদ পুনর্বহাল করতে হবে। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে 'ফ্রি কাশ্মীর' স্লোগান লেখা এবং জম্মু-কাশ্মীর ও দিল্লি দাঙ্গায় অভিযুক্ত শারজিল ইমামের মুক্তির দাবিতে স্লোগান ওঠার পর বিতর্ক আরও বাড়ে। ঘটনায় সরব হয়েছে বিজেপি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে দেশবিরোধী স্লোগান লেখার অভিযোগ তুলে দলটি তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

অন্যদিকে, গত ২১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে লেখা চিঠিতে সিপিআই(এম) সাংসদ জন ব্রিটাস উল্লেখ করেন, প্রায় দুই দশক ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নেই। তিনি পড়ুয়াদের অধিকার ও বাস্তবায়নতা রক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশিকার কথাও তুলে ধরেন।

জামিয়ার সাম্প্রতিক অশান্তি ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা, ছাত্র রাজনীতি এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

‘আপনারাই সমস্যার মূল’, জলবায়ু সংকটের দায় ইউরোপের উপর চাপালেন পীযুষ গোয়েল

বার্লিন : বিশ্বজুড়ে জলবায়ু সংকটের জন্য ইউরোপের উন্নত দেশগুলিকে দায়ী করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল। শুক্রবার বার্লিনে আয়োজিত ‘বার্লিন গ্লোবাল ডায়ালগ ২০২৬’-এর এক প্রশ্নোত্তর পর্বে ইউরোপের জলবায়ু নীতির তীব্র সমালোচনা করে তিনি দাবি করেন, ঐতিহাসিকভাবে বিপুল কার্বন নিগমনের জন্য দায়ী ইউরোপের দেশগুলি।



সম্মেলনে জলবায়ু সংকটের দায় কার, সেই প্রশ্ন তুলে গোয়েল বলেন, তথ্যই জলবায়ু সংকটের জন্য কে দায়ী? ওজোন স্তর কোথায় ক্ষতিগ্রস্ত হল? কে ওই বিপুল পরিমাণ কার্বন বায়ুমণ্ডলে পাঠাল? এক প্যানেলিস্টের ‘আমরা সবাই’ উত্তরের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, এই বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত নন।

গোয়েলের দাবি, বিশ্বের প্রায় ১৭ শতাংশ মানুষের বাস ভারতে, অথচ বিশ্বব্যাপী কার্বন নিগমনে ভারতের অবদান ৩ শতাংশেরও কম। অন্যদিকে, বিশ্বের মাত্র ৩

ফারুক আবদুল্লাহর মন্তব্যে বিতর্ক, ‘দেশবিরোধী’ তোপ বিজেপির

শ্রীনগর : কাশ্মীরিদের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রতিবেশী দেশগুলির ভূমিকা নিয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রধান তথা জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহর মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বারামুল্লার এক সভায় তিনি দাবি করেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিবেশী দেশগুলির কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে ধরার কারণেই উপত্যকার বাসিন্দারা টিকে রয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, কাশ্মীরিদের প্রতি কেন্দ্রের মনোভাব ইতিবাচক নয়। ফারুকের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। দলের নেতা রবীন্দ্র রায়না পাল্টা দাবি করেন, পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের পরিস্থিতি দেখলেই পাকিস্তানের ভূমিকা বোঝা যাবে। তাঁর মতে, ৩৭০ ধারা বাতিলের পর জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়ন হচ্ছে।

থেকে ৪ শতাংশ মানুষের বাস ইউরোপে হলেও কার্বন নিগমনে ওই অঞ্চলের অবদান উল্লেখযোগ্য বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ভারতের মাথাপিছু কার্বন নিগমন ইউরোপের তুলনায় সাত থেকে আট গুণ কম বলেও দাবি করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ১৪০ কোটি মানুষের খাদ্য, জ্বালানি ও নিরাপত্তার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ভারত দ্রুতগতিতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহারের কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

গোয়েল বলেন, তসমস্যাটা আপনারা তৈরি করেছেন। তাই এই মন্তব্যের মাধ্যমে জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলির ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি আবারও সামনে এসেছে।

উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির দায়িত্ব এবং কার্বন নিগমন কমানোর ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে।

বিবিসির বিরুদ্ধে ১০ বিলিয়ন ডলারের মানহানির মামলা, ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে ট্রাম্পকে জবানবন্দির নির্দেশ

ওয়াশিংটন : ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির বিরুদ্ধে দায়ের করা ১০ বিলিয়ন ডলারের মানহানির মামলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আগামী ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে



জবানবন্দি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে একটি ফেডারেল আদালত। মামলার শুনানি চলাকালীন শপথ নিয়ে বিবিসির আইনজীবীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাঁকে। জবানবন্দি এড়াতে ট্রাম্প মামলার কার্যক্রমে বিলম্ব করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি দেওয়া ট্রাম্পের একটি ভাষণের ভিডিও সম্পাদনা করে বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপনের অভিযোগে গত ডিসেম্বরে ফ্লোরিডার একটি ফেডারেল আদালতে মামলাটি দায়ের করেন তিনি। ট্রাম্পের অভিযোগ, ভাষণের বিভিন্ন অংশ জুড়ে দিয়ে বিবিসি এমন ধারণা তৈরি করেছিল যে তিনি তাঁর সমর্থকদের মার্কিন ক্যাপিটল ভবনে হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই ১০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

বৃহস্পতিবার মার্কিন ম্যাজিস্ট্রেট এনজোলিক লেট নির্দেশ দেন, আগামী ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে ট্রাম্পকে বিবিসির আইনজীবীদের প্রশ্নের উত্তর শপথ নিয়ে দিতে হবে। এর আগে গত অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট

হিসেবে সরকারি দায়িত্ব পালনের ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে জবানবন্দির নির্ধারিত কার্যক্রম বাতিল করা হয়েছিল। এদিকে, ভিডিও সম্পাদনার বিষয়টি বিবিসি স্বীকার করেছে এবং ট্রাম্পের কাছে ক্ষমাও চেয়েছে। তবে মানহানির অভিযোগে নিজেদের দায় অস্বীকার করেছে ব্রিটিশ সম্প্রচারমাধ্যমটি।

ট্রাম্পের আইনজীবীদের দাবি, বিবিসির পক্ষ থেকে চাওয়া তথ্যের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং সেগুলির অনেকগুলির সঙ্গে মামলার সরাসরি সম্পর্ক নেই। আদালতে জমা দেওয়া নথিতে তাঁরা আরও বলেছেন, জবানবন্দি এড়াতে ট্রাম্পের উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর দায়িত্ব এবং নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। অন্যদিকে, বিবিসির অভিযোগ, মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত নথিপত্র ও অন্যান্য তথ্য চেয়ে করা অনুরোধের জবাব দিতে ট্রাম্প এবং তাঁর আইনজীবীরা অযথা বিলম্ব করছেন। এই মামলাকে ঘিরে ট্রাম্প ও বিবিসির মধ্যে আইনি লড়াই আরও জোরদার হয়েছে। আগামী ১১ ডিসেম্বরের সময়সীমা মামলার পরবর্তী অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

মারাঠা আন্দোলন দুর্বল করতে ৫০০ কোটি টাকা দেওয়ার অভিযোগ, ভাইরাল অডিও ঘিরে মহারাষ্ট্রে বিতর্ক

মুম্বই: মারাঠা সংরক্ষণ আন্দোলনের নেতা মনোজ জারাজেকে আন্দোলন দুর্বল করতে ৫০০ কোটি টাকা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে উত্তাল মহারাষ্ট্রের রাজনীতি। একটি ভাইরাল অডিও ক্রিপে উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডের ছেলে তথা শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিণ্ডের নাম উঠে আসায় বিতর্ক তীব্র হয়েছে। তবে অডিওটির সত্যতা এখনও যাচাই করা হয়নি। ঘটনার ফরেনসিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে অডিও ক্রিপটি প্রকাশ করেন জারাজে। সেখানে এক মহিলার কণ্ঠে দাবি করা হয়, শ্রীকান্ত শিণ্ডের মাধ্যমে জারাজেকে ৫০০ কোটি



টাকা দেওয়া হয়েছে। অন্য এক পুরুষ কণ্ঠকে জারাজেকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শোনা যায়। দাবি করা হচ্ছে, ক্রিপটি ২০২৪ সালের মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের আগের। জারাজে অভিযোগ করেন, শিণ্ডে শিবিরের ৭০ শতাংশ এবং ফড়নবিশের দলের ৩০ শতাংশ নেতার যোগসাজশে তাঁর ভাবমূর্তি ও আন্দোলনকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা চলছে। তবে তিনি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন। অভিযোগ অস্বীকার করে শ্রীকান্ত শিণ্ডে বলেন, তিনি কাউকে টাকা দেননি বা কারও কাছ থেকে টাকা নেননি। জারাজের কাছে প্রমাণ থাকলে তা জমা দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

শিলচরে লক্ষ্মীপূজোর উর্ধ্বমুখী বাজারদরে পকেটে টান মধ্যবিভের

মাসের শেষে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো। ঘরে ঘরে দেবী আরাধনার প্রস্তুতি শুরু হলেও বাজারদরের চাপে সেই প্রস্তুতিতেই পড়ছে টান। ফল, নারকেল, কলা থেকে শুরু করে ভোগের আনাজ; পূজোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে গিয়ে বাড়তি খরচের মুখে পড়তে হচ্ছে সাধারণ পরিবারগুলিকে। শিলচর-সহ কাছাড়ের বিভিন্ন বাজারে ফল ও সবজির সাম্প্রতিক দর যাচাই করে কেনাকাটা সারতে হচ্ছে ক্রেতাদের। বিশেষ করে মাসের শেষ সপ্তাহে সংসারের খরচ সামলে পূজোর বাজার করা মধ্যবিভের কাছে বাড়তি চাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লক্ষ্মীপূজোয় ফলের নৈবেদ্য, নারকেলের নাড়ু এবং ভোগের আনাজের চাহিদা থাকে। ফলে পূজোর আগে বাজারে কেনাকাটার চাপ বাড়ে। কিন্তু আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে অনেক পরিবারকেই এবার পূজোর তালিকা ছোট করার কথা ভাবতে হচ্ছে। কলকাতার শিয়ালদহ ও কোলে মার্কেটের বাজারদরের ছবিতেও ফল ও সবজির দাম চড়া থাকার ইঙ্গিত মিলেছে। তবে সেই দর সরাসরি শিলচরের বাজারের দর নয়। বরাক উপত্যকার ক্রেতাদের জন্য স্থানীয় বাজারের দামই শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করছে পূজোর খরচ।

লক্ষ্মীপূজোর নৈবেদ্য ফলের গুরুত্ব থাকায় পূজোর আগে এই পণ্যগুলির চাহিদা বাড়ে। আপেল, কলা, বাতাবি লেবু, আঙুর, ডালিম, কমলালেবু ও আনারসের মতো ফল কিনতে গিয়ে বাজেটের হিসেব



নতুন করে কষতে হচ্ছে বহু পরিবারকে।

কলকাতার বাজারে আপেল কেজিপ্রতি ১০০ থেকে ২০০ টাকা, আঙুর ২০০ টাকা এবং ডালিম ২৫০ টাকা দরে বিক্রির খবর মিলেছে। একটি বাতাবি লেবুর দাম ৬০ টাকা এবং একটি আনারসের দাম ৮০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। তবে এই দর কলকাতার বাজারের। শিলচরে একই ফলের দাম কত, তা স্থানীয় বাজারে যাচাই করা জরুরি। পরিবহণ খরচ, সরবরাহ এবং ফলের মানের কারণে বাজারভেদে দামে পার্থক্য থাকতে পারে।

পূজোর বাজারে একসঙ্গে অনেক ধরনের ফল কিনতে হয়। প্রতিটি ফল অল্প পরিমাণে নিলেও মোট খরচ বেড়ে যায়। ফলে নৈবেদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ফল কিনতে গিয়েই সংসারের নির্ধারিত বাজেটের বড় অংশ খরচ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকছে।

শুধু ফল নয়, ভোগ রান্নার আনাজ কেনার ক্ষেত্রেও হিসেব কষতে হচ্ছে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, পেঁয়াজ, বেগুন, পটল,

ঝিঙে, ঢাউশ ও লঙ্কার মতো সবজি পূজোর বাজারে গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি নারকেলের নাড়ু তৈরির জন্য নারকেলও কিনতে হয়।

কলকাতার বাজারে মাঝারি ফুলকপি পিছু ৩০ টাকা, বড় ফুলকপি ৬০ টাকা, বাঁধাকপি কেজিপ্রতি ৪০ থেকে ৫০ টাকা, পেঁয়াজ ৫০ টাকা এবং বেগুন ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রির খবর পাওয়া গিয়েছে। আলু তুলনামূলক

সস্তা, কেজিপ্রতি ১৫ টাকা।

নারকেলের দামও পিছু ৩০ থেকে ৪০ টাকা বলে জানা গিয়েছে।

তবে শিলচর ও কাছাড়ের বাজারে এই দর কতটা কার্যকর, তা স্থানীয় খুচরো বিক্রেতাদের কাছ থেকে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। কলকাতার দামকে বরাক উপত্যকার বাজারদরের প্রতিফলন হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। স্থানীয় সরবরাহ, পাইকারি আড়তের দর এবং পরিবহণ ব্যয়ের ওপর শিলচরের বাজারে আনাজের দাম নির্ভর করে।

উৎসবের আগে বাজারে চাহিদা বাড়লে খুচরো দরে তার প্রভাব পড়তে পারে। ব্যবসায়ীদের যুক্তি, পাইকারি বাজারে বেশি দামে পণ্য কিনতে হলে পরিবহণ ও অন্যান্য খরচ যোগ করে কম দামে বিক্রি করা কঠিন। অন্যদিকে ক্রেতাদের বক্তব্য, উৎসবের খরচের পাশাপাশি বাড়িভাড়া, বিদ্যুৎ, ওষুধ, পড়াশোনা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যয়

সামলাতে গিয়েই মাসের শেষে টান পড়ে। তার ওপর পূজোর বাজারে অতিরিক্ত খরচ হলে সংসারের হিসেব আরও কঠিন হয়ে যায়।

শিলচরের বাজারেও ক্রেতাদের কাছে এখন প্রধান প্রশ্ন, সীমিত টাকায় কীভাবে পূজোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনা সম্ভব। ফল ও আনাজের দাম যাচাই করে কেনাকাটা করা, একাধিক দোকানে দর তুলনা করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাণ নির্ধারণ করা তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মীপূজো ঘিরে বাজারে কেনাকাটার চাপ আগামী কয়েক দিনে আরও বাড়তে পারে। তবে শিলচর ও কাছাড়ে ফল-সবজির বর্তমান দর এবং পূজোর আগে দাম বাড়ার প্রবণতা সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে স্থানীয় বাজারের হালনাগাদ মূল্যতালিকা প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত বাজারদর কতটা বাড়বে, তার ওপরই নির্ভর করবে বহু পরিবারের পূজোর বাজেট কতটা কাটছাঁট করতে হবে।

KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

Breaking News
 In-Depth Analysis
 Expert Opinions

Local & Global Stories
 Diverse Content

SCAN TO EXPLORE MORE!

or visit <https://linktr.ee/krcetimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER

YOUR VOICE. YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally
Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA> www.krcfoundation.org



EMPOWERING YOUNG MINDS

**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll 

 **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>



info@krcfoundation.org



+91 - 9330830083



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



কেআরসি টাইমস

স্টেট এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবসক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যায় মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন

+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>



GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krcfoundation.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD

<https://bit.ly/krctimesratecard>

